ধারণাপত্র

নারী ও শিশু ধর্ষণ ও সহিংসতা: বিচার চাই, নির্মূল কর

জাগো মানুষ, রুখে দাঁড়াও বাংলাদেশ

প্রেক্ষাপট

দেশে নারী ও কন্যাশিশুর নির্যাতন ও ধর্ষণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি এর মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে গেছে। ঘরে-বাইরে, কর্মক্ষেত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্রই এর ভয়াবহ শিকার হচ্ছেন কন্যাশিশুসহ সকল বয়সী নারী। নৃশংসতার মাত্রা ও সংখ্যা বিবেচনায় সারা দেশে নারীর প্রতি সহিংসতায় দেশবাসী আতংকগ্রস্থ সময় অতিবাহিত করছে। এ পরিস্থিতি অগ্রহণযোগ্য। নারী ও কন্যাশিশুর নির্যাতন ও ধর্ষণ, আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব, অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না পাওয়া, বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা প্রভৃতি কারণে সামাজিক জীবনে নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে যা সমতাভিত্তিক বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থার অন্তরায়। নারীর প্রতি এ ধরনের আচরণ দূর করতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সুপরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরি। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী, যাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন অর্জন অসম্ভব। নারী ও শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও অধিকার হরণ বিলোপ সাধনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। অভূতপূর্ব রক্ত ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে সূচিত বৈষম্যবিরোধী 'নতুন বাংলাদেশে' এ অঙ্গীকারের গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের নিশ্চিয়তা প্রদানে বাংলাদেশ জাতীয় পরিমণ্ডলে সংবিধানের আলোকে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করেছে, যার মধ্যে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও), নারী উন্নয়ন নীতিমালা, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন প্রভৃতি অন্যতম। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে, নারী বা শিশুদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়নে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করা যাবে না। পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৫ এ নারীদের সম-অধিকার এবং তাদের ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। নারী-পুরুষের সমতার আন্তর্জাতিক সূচকে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষ অবস্থানে থাকলেও ২০২৪ এ ৪০ ধাপ অবনমন হয়েছে, যার ধারাবাহিকতায় নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার সাম্প্রতিক প্রবনতা ব্যাপক উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার সাথে যুক্ত হয়েছে ধর্মান্ধতা ও ধর্মীয় অপব্যাখ্যা পুঁজি করে নারী ও কন্যাশিশুর বহুমাত্রিক অধিকার হরণ। শিক্ষাঙ্গণসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরে চলমান এ প্রবনতা চরম উৎকণ্ঠাজনক।

অন্যদিকে ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনে পুলিশের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ এবং পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার 'ধর্ষণ' শব্দটি ব্যবহার না করার জন্য গণমাধ্যমের প্রতি সুপারিশ পুলিশের অব্যাহত স্বৈরতান্ত্রিক চর্চার প্রতিফলন, যা অধিকতর উদ্বেগজনক। ধর্ষণের সংবাদ কম করে প্রচারের পরামর্শ দিয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার বাস্তবে ধর্ষকের সুরক্ষার পথ প্রশস্ত করতে চাইছেন। আমরা এর জোর প্রতিবাদ জানাই।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে সারা দেশে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৩৯ জন নারী। এদের মধ্যে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২১টি এবং দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ১৮ জন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত "নারীর প্রতি সহিংসতা জরিপ ২০২৪" অনুযায়ী দেশের ৭০ শতাংশ নারী অন্তত একবার হলেও শারীরিক, যৌন, মানসিক ও অর্থনৈতিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ২০২৪ সালে ৪৯ শতাংশ নারীর ওপর এ ধরনের সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে।[১] আরেকটি নির্ভরযোগ্য গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৭২ জন কন্যাশিশু এবং ১১৭ জন নারীসহ ১৮৯ জন বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, যাদের মধ্যে ৩০ জন কন্যাশিশুসহ মোট ৪৮ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছেন।[২] ২০২৪ সালে সারা দেশে ধর্ষণ ও দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন মোট ৪০১ জন নারী। এর মধ্যে ধর্ষণ পরবর্তী হত্যার শিকার হয়েছেন ৩৪ জন এবং ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছেন সাতজন। ধর্ষণচেষ্টার শিকার হয়েছেন ১০৯ জন।

দেশের গণমাধ্যমে প্রকাশিত গত কয়েকদিনের সংবাদ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, শিশু, গর্ভবতী নারী, বিশেষভাবে সক্ষম নারী, কেউই যৌন নির্যাতন ও সহিংসতা থেকে রেহাই পাননি। মাগুরায় বোনের বাড়ি বেড়াতে এসে ধর্ষণের শিকার হয়েছে একজন শিশু (০৬ মার্চ), কুমিল্লায় প্রতিবন্ধী তরুণীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে (০৬ মার্চ), মুন্সীগঞ্জে খাবার ও বেলুনের লোভ দেখিয়ে দুই শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে বৃদ্ধ গ্রেপ্তার হয়েছেন (০৮ মার্চ), ফরিদপুরে সাইকেলে ঘুড়ে বেড়ানোর কথা বলে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে কিশোরকে আটক করা হয়েছে (০৮ মার্চ), টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে দেড় লক্ষ টাকায় শিশুকে ধর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে (০৮ মার্চ), গাজীপুরে আট বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে ভিডিও ধারণ করা হয়েছে (০৯ মার্চ), সীতাকুন্ডে সৈকতে বন্ধুকে বেঁধে রেখে কলেজছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা করা হয়েছে (০৯ মার্চ), নরসিংদীতে তিনদিন আটকে রেখে গর্ভবতী নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে (০৯ মার্চ), চট্টগ্রামে ১০ বছর বয়সী মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে বাবা গ্রেপ্তার হয়েছেন (১০ মার্চ), জামালপুরে গান শোনানোর কথা বলে পাঁচ বছর বয়সী শিশুকে ধর্ষণ করা হয়েছে (১১ মার্চ)। এছাড়াও জনপরিসরে ধূমপান করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নারীদের লাঞ্ছিত করা হয়েছে (০১ মার্চ), বাসে ডাকাতিকালে নারীদের শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে (১৭ ফেব্রুয়ারি)। এই ঘটনাগুলো হিমশৈলের চূড়া মাত্র। ভয় ও সামাজিক চাপের কারণে অনেক বেশি ভুক্তভোগী নীরবে ভুগছে, ঘটনা প্রকাশ বা অভিযোগ করতে পারছে না। অর্থাৎ, বাংলাদেশে নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের হার ক্রমান্বয়ে উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[১] https://bangladesh.unfpa.org/sites/default/files/report_documents/2025-02/VAW%20infographic_full%20version_25Feb25_2-07.pdf
[২] https://rb.gy/ex0niv

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও দুর্নীতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশে দুর্নীতির কারণে নারীর ক্ষমতায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, ফলে বাড়ছে নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পুরুষের দুর্নীতিলব্ধ সম্পদ আড়াল করতে নারীকে ব্যবহার করা হয়। শত প্রতিকূলতা জয় করে প্রশংসনীয়ভাবে অনেক নারী স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতেও প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছেন। কিন্তু এতোসবের পরেও নারীর প্রতি সহিংসতা থেমে নেই। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে নারীরা নিজ পরিবারে, সমাজে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, রাস্তাঘাটে এমনকি নিজ কর্মক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে নানারূপ হয়রানি ও সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। দুর্নীতির কারণে নারীর প্রতি সহিংসতা ও যৌন অপরাধে অভিযুক্তদের বিচার হয় না, বরং ভুক্তভোগী অধিকতর ঝুঁকির সম্মুখীন হন। অপরাধীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান অবস্থানে থেকে বিচার প্রক্রিয়া রুদ্ধ করে নারীর প্রতি সহিংসতা স্বাভাবিকতায় রূপান্তর করেছে। টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ এ দেখা যায়, নারী, আদিবাসী ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা গ্রহণের জন্য দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার অর্থ তাদের সীমিত আর্থ-সামাজিক সক্ষমতাকে সীমিত করে ফেলছে, যার ফলে তারা আরো বেশি প্রান্তিক হয়ে পড়ছেন। সেবাগ্রহণকারী হিসেবে ৩৪.৬ শতাংশ নারী দুর্নীতির শিকার হন। পুরুষ সেবাগ্রহীতার তুলনায় নারী সেবাগ্রহীতাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্য হারে বেশি দুর্নীতির শিকার[৩] হওয়ার ফলে এসব খাতে নারীদের অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। সাম্প্রতিক সহিংসতার এই প্রবনতা খুবই উদ্বেগজনক। নারীকে সহিংসতা থেকে সুরক্ষিত রাখতে না পারলে নারী ক্ষমতায়ন বা সমতা অর্জনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তর করা সম্ভব হবে না। দুর্নীতির কারণে পুরুষের তুলনায় নারী অনেক বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন হন। দুর্নীতি নারীর প্রতি সহিংসতা রোধের বিপরীতে ন্যায়বিচারকে বাধাগ্রস্ত করার পাশাপাশি জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের অঙ্গীকারকে ভূলুণ্ঠিত করে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যে সব দেশে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষময়তায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে, সেসব দেশসমূহে দুর্নীতির ব্যাপকতা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। অথচ, বাংলাদেশে দুর্নীতির কারণে নারীর ক্ষমতায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং নারীরা সহিংসতার শিকার হচ্ছে।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে করণীয়

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ৪৫টি সনাক অঞ্চলে টিআইবির অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), সনাক ও ঢাকাভিত্তিক ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস), অ্যাকটিভ সিটিজেন্স গ্রুপ (এসিজি)–এর সদস্যগণ সর্বদা সোচ্চার। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জেন্ডার সমতা, নারীর ক্ষমতায়নে সনাক, ইয়েস, এসিজি ও টিআইবি নিম্নলিখিত দাবিসমূহ উত্থাপন করছে–

১. বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও "নতুন বাংলাদেশ"- এর মূল চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নারী ও শিশু ধর্ষণ এবং সব ধরনের যৌন নির্যাতন, সহিংসতা ও বৈষম্য প্রতিহত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এসব অপরাধের সাথে জড়িতদের দ্রুততম সময়ে দৃষ্টান্তমূলক বিচারের আওতায় আনার পাশাপাশি অপরাধের শিকার পরিবারকে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা।

২. সকল ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন সংস্কার ও বিদ্যমান আইনসমূহের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

৩. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রসহ সকল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে নারীর নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করা। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে পুলিশের ধর্ষণ ও নারী অধিকার হরণ বিষয়ে সংবেদনশীলতা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৪. সকল রাজনৈতিক দল ও তাদের অঙ্গসংগঠন, পেশাজীবী সংস্থা, সকল প্রকার সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও সমমর্যাদার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ঘোষণাসহ চর্চা প্রতিষ্ঠার সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে।

৫. টেকসই উন্নয়ন অর্জনের কর্মপরিকল্পনায় অভীষ্ট-৫ (জেন্ডার সমতা) ও ১৬ (শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান) কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন বন্ধের পূর্বশর্ত হিসেবে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণসহ আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে। নারীর প্রতি সহিংসতা ও নানা অজুহাতে যত্রতত্র হেনস্থা রোধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি রাষ্ট্রকে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন।

৬. নারী ও শিশু নির্যাতনসহ সকল প্রকার নারী অধিকার হরণের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠানকে – বিশেষ করে প্রশাসন, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতি প্রতিরোধ, শুদ্ধাচার, জবাবদিহিতা ও সার্বিক সুশাসন নিশ্চিত করা।

৭. জেন্ডার সমতা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে নারীর অভিগম্যতা নিশ্চিত, ইন্টারনেট ও প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস সুলভ করা এবং বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। অনলাইনে সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে নারীর সুরক্ষা নিশ্চিতে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ বিশেষায়িত জাতীয় কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৮. যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষাঙ্গনে বা সমাজে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ্যে কাজ করছেন–তাদের উৎসাহিত, সঠিক প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় নীতিগত সহায়তা ও সুরক্ষা প্রদান করা।

৯. মহামান্য উচ্চ আদালতের নির্দেশনার আলোকে সকল প্রতিষ্ঠানে অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখার নিশ্চয়তাসহ নারীবান্ধব অভিযোগ প্রদান ও নিরসনের ব্যবস্থা থাকতে হবে; নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি বন্ধে ব্যক্তির রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান, মর্যাদা ও প্রভাব বিবেচনা না করে আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলাগুলোর দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি করা।

১০. নারীর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ ও নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিতে সাধারণ জনগণের ইতিবাচক মানসিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যকর প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

১১. জাতীয় হেল্পলাইন ও অভিযোগ জানানোর হটলাইন নম্বরগুলোর প্রচার ও কার্যকরতা বৃদ্ধি।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি- ৫, সড়ক- ১৬(নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯

ফোন: +৮৮ ০২ ৪১০২১২৬৭-৭০ ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৪১০২১২৭২ ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

প্রকাশ: ১৬ মার্চ ২০২৫

[৩] https://www.ti-bangladesh.org/images/2023/report/nhs/NHS-2023-Executive-Summary-Bn.pdf?v=1.3